প্রচার ডায়েরি ১৮.১৪.২০১৪

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী নেতা

সিবিআই সম্পর্কে গোপাল গান্ধীর মন্তব্য

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপালের প্রশংসা করা উচিত। সিবিআই আয়োজিত বার্ষিক ডিপি কোহলি স্মৃতি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সিবিআইয়ের বিধিবদ্ধ কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করার পর তিনি সরকারের নোংরা কৌশলী কাজের সঙ্গে সংস্থার যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেন। এই যুক্ত থাকার ফলে সিবিআই আধিকারিকদের চেতনা নাড়িয়ে দেয়।

গত দশ বছরে তদন্তকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটা নষ্ট হয়েছে। ডিরেক্টররাই সংস্থাকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। সরকারই সংস্থার ডিরেক্টরদের নিয়োগ করে, কোনও কলেজিয়াম নাক গলায় না। সংস্থার কর্তাদের শুধু সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে না, শাসক দলের প্রধান নেতারাও খবরদারি করেন। সরকারের পাশে থাকা কিছু ব্যক্তিকেও সহায়তা করতে হয়েছে এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এরই পাশাপাশি এমন নজিরও রয়েছে যেখানে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্য মাসুল দিতে হয়েছে। রাজস্থান ও গুজরাতে বিজেপির বিরুদ্ধে পেশ করা অনেক চার্জশিট ধোপে টেকেনি। দিল্লিতে এখন জোর গুজব, এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দাবি করেছেন তিনি কিছু রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের বকলমে কাজ করতেন। গোপন তথ্য ফাঁসের ঘটনায় সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও ধাক্কা খাবে কারণ সংস্থার সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু বিশিষ্ট জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি ভাবে সব তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই সৎ হওয়া উচিত। বিশেষত সিবিআই অফিসারদের আরও বেশি করে সৎ হওয়া দরকার।

মোদীর প্রচার

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা করা হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৩য়। সেই থেকে এ পর্যন্ত তিনি একক ভাবে ৩৮০টা জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। বেশির ভাগ জনসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম প্রাথমিক উৎসাহ কমে গেলে ক্লান্তি চেপে ধরবে। তা যে হবে না মালুম হচ্ছে। এর সঙ্গে ৩ডি ফরম্যাটে আরও ৩০০টা
সভায় তিনি বক্তৃতা করেছেন। আরও ৩০০টা জনসভায় তিনি ভাষণ দেবেন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে একজন ব্যক্তি তাঁর প্রচার এতটা তুঙ্গে নিয়ে গেছেন, এরকম নজির আমি মনে করতে পারছি না।

মাদকের বিপদ

গতকাল রাজাসাংসির জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলাম। রাজ্যে মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার সময় জনতা থেকে সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত সমর্থন মিলল। বিশেষত মহিলা দর্শকদের থেকে। তাতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঞ্জাবে মাদক হয় না। সীমান্তপার থেকে চোরাপথে নারকোটিকস আসে। রাজস্থানে উৎপন্ন দেশীয় কিছু মাদকও পাওয়া যায়। কঠোর হাতে মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। মাদকের উৎস বন্ধ করতে হবে। সীমান্তপার থেকে মাদক পাচারের রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে স্তব্ধ করে দিতে হবে। এমনকী আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের উপরেও কড়া নজরদারি রাখতে হবে। এতে কয়েকজনের ভোগান্তি হবে কিন্তু তা এড়ানোর উপায় নেই। নারকোটিক-সন্ত্রাস নতুন ধরনের অভ্যুত্থান। সঠিক ভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।